কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বন্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশনা

রিট পিটিশন নং ৫৯১৬/২০০৮

কমব্যাটিং জেন্ডার বেজড ভায়োলেন্স ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

Canada

christian aid

UN WOMEN

প্রকল্প বাস্তবায়ন সহযোগী:

এইড কুমিল্লা

গ্রাম বিকাশ সংস্থা

আভাস

ছবির স্বত্ব: সজাগ কোয়ালিশন

সৌজন্যে: কমব্যাটিং জেন্ডার বেজড ভায়োলেন্স ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বন্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশনা

রিট পিটিশন নং ৫৯১৬/২০০৮

কমব্যাটিং জেন্ডার বেজড ভায়োলেন্স ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

Canada

christian aid

UN WOMEN

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী

অনুচ্ছেদ ১৯ (১) সকল নাগরিককের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন

অনুচ্ছেদ ১৯ (৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।

নির্দেশনার পরিধি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

নির্দেশনার আওতাভুক্ত কর্মক্ষেত্রসমূহ :

- বাংলাদেশে অবস্থিত সকল প্রতিষ্ঠান যথা: সরকারি, আধাসরকারি, বিশেষায়িত বেসরকারি ব্যক্তিমালিকানাধীন, শিক্ষা, স্বায়ত্তশাসিত, যৌথ ইত্যাদি

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

- যৌন নির্যাতন ও হয়রানি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা;
- যৌন নির্যাতন ও হয়রানির কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা;
- যৌন নির্যাতন ও হয়রানি শাস্তিযোগ্য অপরাধ মর্মে সচেতনতা বৃদ্ধি

অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ (সরাসরি কিংবা ইঙ্গিতে) যেমন: শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরনের প্রচেষ্টা;

যৌন হয়রানি বা
নিপীড়নমূলক উক্তি;

প্রশাসনিক, কর্তৃপক্ষীয় এবং পেশাগত ক্ষমতা অপব্যবহার করে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা;

যৌন সুযোগ লাভের জন্য
অনাকাঙ্খিত দাবী বা
আবেদন;

অনাকাঙ্ক্ষিত পর্ণোগ্রাফী দেখানো;

যৌন আবেদনমূলক
অনাকাঙ্খিত মন্তব্য বা ভঙ্গী;

অশালীন ভঙ্গী, যৌন নির্যাতনমূলক ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্যক্ত করা, কাউকে অনুসরণ করা, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা;

চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, ফ্যাক্টরী, শ্রেণীকক্ষ, বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কিছু লেখা;

ব্লাকমেইলিং অথবা চরিত্র লঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে স্থির চিত্র এবং ভিডিও ধারণ করা;

যৌন নিপীড়ন বা হয়রানির উদ্দেশ্যে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা;

প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকী বা চাপ প্রয়োগ;

ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বা প্রতারণা/ছলনার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে চেষ্টা করা;

নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের করনীয়

অভিযোগ কমিটি গঠন:

যৌন হয়রানি এবং যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ একটি অভিযোগ কমিটি গঠন করবে;

অভিযোগ কমিটির কাজ -

- অভিযোগ গ্রহণ, গৃহীত অভিযোগ সংক্রান্তে তদন্ত পরিচালনা এবং সুপারিশ প্রদান করা;
- নীতিমালার সঠিক ও যথাযথ বাস্তবায়ন সংক্রান্তে সরকারের কাছে বাৎসরিক প্রতিবেদন পেশ করা।

অভিযোগ কমিটি গঠন

- যৌন হয়রানি এবং যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ নিম্নরূপ একটি অভিযোগ কমিটি গঠন করবে-
- কমপক্ষে ৫ সদস্য বিশিষ্ট
- বেশীরভাগ সদস্য হবেন নারী, সম্ভব হলে কমিটির প্রধান হবেন নারী;
- অভিযোগ কমিটির নূন্যতম ২ জন সদস্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বাইরের অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে নিতে হবে, যে সকল প্রতিষ্ঠান জেন্ডার এবং যৌন নির্যাতন বিষয়ে কাজ করে।

অভিযোগ গ্রহণ এবং তার প্রতিকার

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি এবং যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে অভিযোগ গ্রহণ এবং তার প্রতিকারের জন্য নিচের বিষয়গুলি অভিযোগ গ্রহণ পদ্ধতিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে-

- অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় গোপন রাখতে হবে;
- নিয়োগকারী বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অভিযোগকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে;
- অপরাধের শিকার ব্যক্তি নিজে অথবা তার কোন আত্মীয়, বন্ধু অথবা আইনজীবীর মাধ্যমে এবং ডাকযোগে অভিযোগ করতে পারবেন;

- অভিযোগকারী স্বতন্ত্রভাবে অভিযোগ কমিটির নারী সদস্যের কাছে অভিযোগ জানাতে পারবেন;
- যৌন হয়রানি এবং যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে গঠিত অভিযোগ কমিটির কাছে অভিযোগ দায়ের করতে হবে।

অভিযোগ দায়েরের সময়

সাধারণভাবে ঘটনার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অভিযোগ কমিটির কাছে অভিযোগ পেশ করতে হবে।

অভিযোগ কমিটির কার্যপদ্ধতি

অভিযোগ প্রাপ্তির পরে অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য অভিযোগ কমিটি –

- লঘু হয়রানির ক্ষেত্রে যদি সম্ভব হয়, অভিযোগ কমিটি সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষের সম্মতি নিয়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে এবং এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করবে;
- অন্য সকল ক্ষেত্রে অভিযোগ কমিটি বিষয়টি তদন্ত করবে;
- অভিযোগ কমিটি রেজিস্ট্রী ডাকের মাধ্যমে উভয় পক্ষকে এবং সাক্ষীদের নোটিশ প্রেরণ, শুনানী গ্রহণ, তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ এবং সকল সংশ্লিষ্ট দলিল পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা রাখবেন।

- এ ধরনের অভিযোগের ক্ষেত্রে মৌখিক সাক্ষ্য প্রমান ছাড়াও পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য প্রমান উপর গুরুত্ব দেয়া হবে;
- অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদের সাক্ষ্য গ্রহণের সময় উদ্দেশ্যমূলকভাবে নীচ, অপমানজনক এবং হয়রানিমূলক প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতে হবে;

অভিযোগ কমিটির কার্যপদ্ধতি

- সাক্ষ্য গ্রহণ ক্যামেরায় ধারণ করতে হবে;
- অভিযোগ কমিটির কার্যক্রম কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকবে;
- অভিযোগ কমিটি অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদের পরিচয় গোপন রাখবে;
- অভিযোগকারী যদি অভিযোগ তুলে নিতে চায় বা তদন্ত বন্ধের দাবী জানায় তাহলে এর কারণ তদন্ত করে প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;

- অভিযোগ কমিটি ৩০ দিনের মধ্যে তাদের সুপারিশসহ তদন্ত প্রতিবেদন সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রদান করবে, প্রয়োজনে এ সময়সীমা ৩০ কার্য দিবস থেকে ৬০ কার্য দিবসে বাড়ানো যাবে;
- যদি এটা প্রমাণিত হয় যে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের হয়েছে তাহলে অভিযোগ কমিটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগকারী/অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করবে।
- উল্লেখ্য যে, অভিযোগ কমিটির বেশীরভাগ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

শাস্তি

- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে (প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিযুক্ত) সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবে;
- খন্ডকালীন বা অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অভিযোগ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী তার অনুরূপ নিয়োগ বাতিল করা যাবে;

- অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তা অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করবে এবং প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা বিধি অনুসারে ৩০ কার্য দিবসের মধ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, এবং/অথবা যদি উক্ত অভিযোগ দন্ডবিধি অথবা প্রচলিত অন্যান্য আইন অনুযায়ী অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় তাহলে যথাযথ আদালত বা ট্রাইবুনালে পাঠিয়ে দেবে।

সহায়তার জন্য হটলাইন সমূহ

- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯
- জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ১৬৪৩০
- ভিক্টিম সাপোর্ট সেন্টার ০১৭৪৫৭৭৪৪৮৭
- ব্লাস্ট ০১৭১৫ ২২০২২০

Canada christian aid UN WOMEN